প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নজর দিন

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৯ মার্চ ২০১৯

নানা সংকটে ধুঁকছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা। বিস্তার বাড়লেও প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ছে না। শিক্ষক স্বল্পতা, মানোন্নয়ন ও মাঠপর্যায়ে তদারকির অভাব, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি-ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এ দাতা সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের যা শেখানো হচ্ছে তা অপর্যাপ্ত। আর শিক্ষাবিদরা বলেছেন, গত দশ বছরে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়নি। জাতীয় সংসদে পাস হওয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার কথা থাকলেও কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও গাফিলতির কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি।

এটা জানা যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্বের বৃহত্তম প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রম পরিচালিত হয়, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী যদি প্রতি বছর মানহীন

শিক্ষা নিয়েই বড় হতে থাকে তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশ পিছিয়ে পড়বে। অতিরিক্ত ক্লাসরুমের অভাবে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে। রয়েছে শিক্ষক সংকট, শিক্ষা উপকরণের অভাব। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও এ কারণগুলো ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট করে না। তাছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অব্যবস্থাপনায় ভুগছে প্রাথমিক শিক্ষা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতি বিরাজ করছে এখানে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে দুর্নীতি। কবে এবং কিভাবে এগুলো দূর হবে সে নিয়ে চিন্তিত সংশ্লিষ্ট সবাই। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষার মান তো দূরের কথা, সব ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা এবং আনার পরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকালীন সময় পর্যন্ত তাদের স্কুলে ধরে রাখা নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে।

মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আরও সামর্থ্যবান করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি দূর করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট কাম্য নয়। সময়োপযোগী পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষকের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০-এ উন্নীত করতে হবে। বিদ্যালয়কে ভীতিকর নয়, আনন্দের জায়গায় পরিণত করতে হবে। বিদ্যালয় যেন শিশুদের

কাছে স্বপ্নের ঠিকানায় পারণত হয়। সেখানে যেন শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। শিশুরা সকালে উঠে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য যেন নিজেরাই আগ্রহী হয়ে ওঠে সেইভাবে বিদ্যালয়কে সাজানো উচিত। স্কুলের পরিবেশ ও মান রক্ষায় শিক্ষক বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়াতে হবে তদারকিও।